জাতীয় প্রেস ক্লাব

গঠনতন্ত্র

জাতীয় প্রেস ক্লাব
JATIYA PRESS CLUB

ইংরেজি ১৮৬০ সালের সমিতি আইন-২১ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত

স্মারক ও পরিমেল বিধি

(ইংরেজি ১৯৭৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর এবং ২০১৫ সালের ২৮ মের সংশোধনী মোতাবেক)

প্রস্তাবনা

১। এ সমিতির নাম জাতীয় প্রেস ক্লাব (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব)।

২। এ ক্লাবের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ঢাকা নগরীতে অবস্থিত হবে।

৩। এ ক্লাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

ক) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রুচির উন্নয়ন ও চর্চা এবং তাঁদের সাহিত্য ও শিল্প প্রতিভার বিকাশ ও উন্নয়নে সাহায্য করা;

খ) সুস্থ সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য গড়ে তোলা;

গ) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সভা-সমাবেশ, সিমপোজিয়া, নাট্যানুষ্ঠানে, ক্রীড়া ও খেলাধূলার আয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তৎপরতায় সাংবাদিকদের সুবিধা বিধান করা;

ঘ) সাংবাদিকদের নিজস্ব রচনা প্রকাশের সুবিধা করে দেয়া এবং তা বিক্রয় ও বন্টনে সহায়তা করা;

ঙ) উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত করতে সাংবাদিকদের বৃত্তি দেয়া এবং পুরস্কৃত করা;

চ) বাংলাদেশে ও বিদেশে সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করা এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সমঝোতার উন্নয়নে বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ করা;

ছ) ক্লাবের লক্ষ্য অর্জনে নিজস্ব ছাপাখানা, সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করা, পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা;

জ) ক্লাবের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য দান, চাঁদা ও ফিস সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করা এবং অর্থ, ইমারত ও অন্যান্য সম্পত্তি অনুদান হিসেবে গ্রহণ করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নেয়া;

ঝ) ক্লাবের প্রয়োজন কিংবা ক্লাবের সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যবহার হতে পারে এমন সব জিনিসপত্র- যেমন ঃ আসবাবপত্র, ইউটেনসিল, বাসন, গ্লাস, লিনেন, বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, মনিহারী দ্রব্য, তাস, ক্রীড়া ও খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ক্রয় করা, ভাড়া করা, তৈরি করানো অথবা ব্যবহার করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঞ) ক্লাবের সদস্যবর্গ কিংবা তাদের অতিথিদের প্রয়োজনীয় অথবা ব্যবহার্য খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত, তৈরি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন করা;

ট) ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে কিংবা ক্লাবের যে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হতে পারে এমন যে কোনো জমি, ইমারত, প্রকৃত বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা তার ব্যবহারিক অধিকার ক্রয় করা, ইজারা নেয়া বা বিনিময় স্বরূপ গ্রহণ বা অন্য কোনোভাবে অধিগ্রহণ করা এবং তা বিক্রি করা, পাট্টা-বন্ধক দেয়া, বিনিময় কিংবা বিলি বন্দোবস্ত করা;

ঠ) ঋণ গ্রহণ, অর্থ আদায় বা পরিশোধযোগ্য অর্থ সংগ্রহ এবং এতদুদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সমিতির বর্তমানে লব্ধ কিংবা পরবর্তীকালে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি ও অধিকার বা তার কোনো অংশ বন্ধক অথবা আমানত রাখা এবং স্থায়ী ঋণপত্র, স্টক, মুচলেকা বা অন্যান্য দায়দায়িত্ব, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় বিল, প্রমিসারি নোট বা অঙ্গীকারপত্র, অথবা অন্যান্য নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট বা বিনিময়যোগ্য দলিল তৈরি, ইস্যু, প্রস্তুত করা, রচনা করা, গ্রহণ করা ও আলোচনা করা;

ড) সমিতিসমূহ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা করা কিংবা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা, এবং কর্মচারীদের বা প্রাক্তন কর্মচারীদের অথবা এ ধরনের লোকজনের উপকার হবে এমন সব সুবিধা দেয়া, এবং তাদের পেনশন দেয়া, ভাতা দেয়া, বীমার জন্য অর্থ দেয়া, এবং কোনো দাতব্য অথবা জনহিতৈষণামূলক কাজে, অথবা সাধারণ প্রদর্শনী কিংবা কল্যাণের কাজে চাঁদা দেয়া অথবা অর্থের নিশ্চয়তা বিধান করা;

ঢ) ক্লাবের সম্পত্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী অনুযায়ী ক্লাব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করা, তবে ক্লাবের

সম্পত্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী কোনো অবস্থাতেই ক্লাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হবে না।

ণ) ক্লাবের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে এমন অন্যান্য সব কাজকর্ম করা এবং সদস্যদের কোনো লভ্যাংশ বা বোনাস না দিয়ে ক্লাবের আয় থেকে মাঝে মাঝে উক্ত তহবিলে অথবা তহবিলগুলোয় চাঁদা দেয়া.

ত) ক্লাবের একটি প্রতীক চিহ্ন ও একটি পতাকা থাকবে এবং তা আমাদের পেশাগত সর্বজনীনতা ও জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

জাতীয় প্রেস ক্লাব-এর নিয়মাবলী ও প্রবিধানসমূহ

গঠনতন্ত্র

সংজ্ঞাসমূহ ঃ

ক) ক্লাব বলতে 'জাতীয় প্রেস ক্লাব' বোঝাবে,

খ) 'সদস্য' বলতে 'ক্লাব'-এর সদস্য বোঝাবে,

গ) 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' বলতে 'ক্লাব'-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি বোঝাবে,

ঘ) 'কমিটি' বলতে 'ক্লাব'-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি বোঝাবে,

ঙ) 'সভাপতি' বলতে 'ক্লাব'-এর সভাপতি বোঝাবে,

চ) 'সিনিয়ার সহ-সভাপতি' বলতে 'ক্লাব'-এর সিনিয়ার সহ-সভাপতি বোঝাবে,

ছ) 'সহ-সভাপতি' বলতে 'ক্লাব'-এর সহ-সভাপতি বোঝাবে,

জ) 'সম্পাদক' বলতে 'ক্লাব'-এর সাধারণ সম্পাদক বোঝাবে,

ঝ) 'যুগ্ম সম্পাদক' বলতে 'ক্লাব'-এর যুগ্ম সম্পাদক বোঝাবে,

ঞ) 'কোষাধ্যক্ষ' বলতে 'ক্লাব'-এর কোষাধ্যক্ষ বোঝাবে,

ট) 'কমকর্তা' বা আধিকারিক বলতে 'ক্লাব' এর কর্মকর্তা বোঝাবে,

ঠ) 'উপ-কমিটি' বলতে 'ক্লাব'-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা নিযুক্ত উপ-কমিটি বোঝাবে,

ড) 'কর্মচারী' বলতে 'ক্লাব'-এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নিযুক্ত 'কর্মচারী' বোঝাবে (গঠনতন্ত্রের কোনো স্থানে উল্লিখিত সংজ্ঞার অভিব্যক্তির কোনো লংঘন প্রতীয়মান হলে উপরিউক্ত সংজ্ঞার তাৎপর্য অনুযায়ী তার উপযুক্ত সংশোধন করা যাবে)।

সদস্যবর্গ

অনুচ্ছেদ ১

ক) ক্লাবের সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত না হলে অনূর্ধ্ব এক হাজার পাঁচ শত সদস্য নিয়ে ক্লাব গঠিত বলে ঘোষিত হলো।

খ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি প্রাপ্ত বয়স্ক এবং ক্লাবের তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এর লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে একাত্ম ও আস্থাশীল, তিনি সদস্য পদের যোগ্য হতে পারেন, যদি ঃ

(১) তিনি সদস্য পদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূরণ করেন এবং ক্লাবের নিয়মাবলী মেনে চলতে সম্মত হন,

(২) তিনি ক্লাবের মাসিক অথবা বার্ষিক চাঁদা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেন,

(৩) তাঁর সদস্য পদ লাভ ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই 'ক্লাব'-এর সদস্য পদ লাভ করতে পারেন, যদি তিনি সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন এবং কমিটি দ্বারা সদস্য পদে নির্বাচিত হন এবং ক্লাবে তাঁর প্রবেশ ফি ও প্রাথমিক চাঁদা পরিশোধ করেন।

সদস্যদের শ্রেণী বিভাগ

অনুচ্ছেদ ২

ক্লাবে ছয় শ্রেণীর সদস্য থাকবেন। যেমন ঃ

ক) **স্থায়ী সদস্য ঃ**

সম্পাদক এবং কর্মরত সাংবাদিক– অর্থাৎ সেই সব সাংবাদিক যাঁরা সংবাদপত্র, সংবাদ-সংস্থা, বেসরকারী বেতার ও টেলিভিশনে এক বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে কর্মরত রয়েছেন এবং সাংবাদিকতাই যাঁদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস, এবং সেই সব সাংবাদিক, যাঁরা সাময়িকভাবে বেকার রয়েছেন এবং তাঁদের বেকারত্বের মেয়াদ এক বছরের বেশি হয়নি। স্থায়ী সকল সদস্যই হবেন বাংলাদেশের নাগরিক।

উপ-কমিটির সুপারিশকৃত সদস্য পদের আবেদনকারী সকল প্রার্থীকে ব্যবস্থাপনা কমিটি অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্য সদস্য পদ মঞ্জুর করতে পারেন এবং সেই এক বছর তাঁরা পর্যবেক্ষণাধীনে থাকবেন। তাঁর এই অস্থায়ী সদস্য পদের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি তাঁর সদস্য পদ খারিজ না করেন, তাহলে তিনি ক্লাবের একজন স্থায়ী সদস্যে পরিণত হবেন।

খ) **সহযোগী সদস্য ঃ**

১) যাঁরা উপরিউক্ত যোগ্যতার মাপকাঠিতে পড়েন না, কিন্তু সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা বা সমশ্রেণীর পেশা, যেমন– সরকারী অথবা আধা সরকারী সংস্থাসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসমূহ, বেতার সার্ভিস, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, বিজ্ঞাপনী সংস্থা বা বিদেশী মিশনের প্রচার আধিকারিক অথবা জনসংযোগ আধিকারিক, তাঁরা কিংবা কমিটি যাঁদের যোগ্য বলে মনে করবেন, তাঁরাই সহযোগী সদস্য হতে পারবেন। তবে এই অস্থায়ী সদস্যদের সংখ্যা কোনো অবস্থাতেই দু'শোর বেশি হবে না।

২) ক্লাবের ন্যূনপক্ষে পাঁচ বছরের একজন স্থায়ী সদস্য যদি কোনোভাবে তাঁর স্থায়ী সদস্য পদে থাকার যোগ্যতা হারান, তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে ক্লাবের সহযোগী সদস্য হয়ে থাকতে পারেন।

৩) কোনো সহযোগী সদস্য যদি তাঁর সহযোগী সদস্য পদে যোগ্যতা হারান, তাহলে তিনি যোগ্যতা হারানো স্থায়ী সদস্যের মতো সহযোগী সদস্য হয়ে থাকার অধিকার পাবেন না।

গ) **প্রবাসী সদস্য ঃ**

কমিটির মতে যাঁরা স্থায়ী সদস্য পদ লাভের যোগ্য, অথচ চাকরি উপলক্ষে যাঁদের বিদেশে অবস্থান করতে হচ্ছে, তাঁরা প্রবাসী সদস্য হয়ে থাকতে পারবেন।

ঘ) **অতিথি সদস্য ঃ**

কমিটির যে কোনো দু'জন সদস্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় অস্থায়ীভাবে আছেন এমন কোনো সাংবাদিক অথবা বিশিষ্ট আগন্তুককে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে এক মাস কিংবা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারও বেশি সময়ের জন্য ক্লাবের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন। তবে কমিটির বিশেষ আহুত বৈঠকে কমিটি সদস্যদের এই অধিকারের প্রয়োগ যে কোনো সময় বাতিল সাপেক্ষ।

ঙ) **অনারারী সদস্যঃ**

কোনো সদস্যের স্ত্রী/স্বামী, একুশ বছরের কম বয়সের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ক্লাবের অনারারী সদস্য হতে পারবেন এবং কমিটির আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে ক্লাব ব্যবহার করতে পারবেন।

চ) **অনারারী জীবন সদস্য ঃ**

যে সব স্থায়ী সদস্য ক্লাবের সেবায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং যে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব সাংবাদিকতার উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন বা করছেন,

ক্লাবের সাধারণ সভায় উপস্থিত চার-পঞ্চমাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁরা অনারারী জীবন সদস্যরূপে নির্বাচিত হতে পারেন।

যে কোনো পরলোকগত ব্যক্তিকে মরণোত্তর অনারারী সদস্যপদে সম্মানিত করা যেতে পারে, যদি তিনি আজীবন অনারারী সদস্যপদ লাভের যোগ্য ছিলেন বলে বিবেচনা করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৩

ক্লাবের স্থায়ী সদস্যরাই কেবল ক্লাবের সদস্য হবেন এবং ক্লাবের সদস্যরাই শুধু সভায় ভোট প্রদানের অধিকার ভোগ করবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নির্বাচনে প্রস্তাবক ও সমর্থক হতে অথবা ভোট দিতে পারবেন, এবং কমিটির সদস্য হতে পারবেন।

ক) কোনো স্থায়ী সদস্য অথবা অন্যান্য শ্রেণীর সদস্য বিদেশে থাকাকালে তাঁর সদস্যপদ সাময়িকভাবে অনধিক তিন মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদক তা মঞ্জুর করবেন।

প্রবেশ ফি ও মাসিক চাঁদা

অনুচ্ছেদ ৪

ক) সদস্যপদ অর্জনের পর সকল স্থায়ী সদস্য, সহযোগী সদস্য, প্রবাসী সদস্য ও অস্থায়ী সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত হারে তাঁদের মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। ক্লাবের সাধারণ সভায় অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত নয়া নির্ধারিত কোনো চাঁদার হার বলবৎ হবে না। ক্লাবের সকল প্রবাসী সদস্যকেই তাঁদের চাঁদা আগাম পরিশোধ করতে হবে। সাধারণ সভায় অনুমোদনের পরবর্তী মাস থেকে পুনর্নির্ধারিত চাঁদার হার কার্যকর হবে।

খ) সকল সহযোগী সদস্য ও প্রবাসী সদস্যকে তাঁদের আবেদন ফি'র সঙ্গে কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত 'কশন মানি' বা জামানত ক্লাবের কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দিতে হবে।

গ) আবাস অথবা চাকরিস্থল বদলে গেলে একজন স্থায়ী সদস্য কমিটির অনুমতি নিয়ে প্রবাসী সদস্য হতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৫

সদস্যপদ অর্জনের পর প্রত্যেক স্থায়ী, সহযোগী, প্রবাসী ও অস্থায়ী সদস্যকে মাসিক চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ প্রবেশ ফি হিসেবে প্রদান করতে হবে।

সদস্য নির্বাচন

অনুচ্ছেদ ৬

সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারী প্রত্যেক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে হবে ক্লাবের কোনো একজন সদস্যকে এবং তা সমর্থন করতে হবে অপর কোনো একজন সদস্যকে (প্রার্থীকে তাঁর প্রস্তাবক ও সমর্থকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে হবে) এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের মধ্যে যে কোনো একজনকে নির্ধারিত ফরমে প্রার্থীর অতীত কার্যকলাপ, সাংবাদিকতার মেয়াদ, অর্থাৎ তিনি কত দিন সাংবাদিকতায় বা অনুরূপ পেশায় নিয়োজিত আছেন, তৎসহ তাঁর বর্তমান চাকরির প্রকৃতি এবং তিনি কতদিন ধরে প্রার্থীকে চেনেন, সে সম্পর্কে সম্পাদকের কাছে একটি লিখিত বিবরণ দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৭

ক) কমিটি প্রয়োজন মনে করলে প্রস্তাবক কিংবা সমর্থককে তাঁদের প্রার্থীর মনোনয়নের সমর্থনে কমিটির সামনে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সদস্য পদের জন্য লিখিতভাবে দরখাস্ত করতে হবে এবং তাতে আবেদনকারী এবং তাঁর প্রস্তাবক ও সমর্থকের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর থাকতে হবে। আবেদনপত্র ক্লাবের সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। ক্লাবের সম্পাদকের কাছে আবেদনের নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাবে এবং সেই নির্ধারিত ফরমেই সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রস্তাবক অথবা সমর্থককে অবশ্যই এই মর্মে লিখিতভাবে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তাঁর মনোনীত প্রার্থী যদি কখনো তাঁর বকেয়া মাসিক চাঁদা পরিশোধ না করেন, তাহলে তিনি নিজে সেই অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

সঠিক তথ্য পরিবেশন না করে কিংবা মিথ্যাশ্রয়ের মাধ্যমে কেউ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হলে যে কোনো সময় তাঁর নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতা কমিটির থাকবে। এ অবস্থার উদ্ভব হলে তা মোকাবেলায় কমিটি স্বীয় ইচ্ছা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পনেরো দিনের নোটিশ দেবেন।

খ) সদস্য পদপ্রার্থী সকল আবেদনকারীকে তাঁদের আবেদনপত্রের সঙ্গে একত্রে অফেরতযোগ্য আবেদন ফি বাবদ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা ক্লাবের কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। এই ফি ছাড়া কোনো আবেদনপত্রই গৃহীত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৮

ক্লাবের সদস্য পদপ্রার্থীদের নির্বাচন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। নির্বাচন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

ক) ক্লাবের সদস্য পদের জন্য আবেদন প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে কমিটি যথাযথভাবে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত প্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচনা করবেন।

খ) কমিটির বৈঠকে উপস্থিত সদস্যবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সদস্যপদ প্রার্থীর যোগ্যতা পাস করা হবে।

গ) সদস্য পদে প্রার্থীর যোগ্যতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ এবং প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হতে হবে কমপক্ষে এক সপ্তাহ। ঐ সময়ে প্রার্থীর নাম ক্লাবের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হবে।

ঘ) উল্লিখিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কমিটি প্রার্থীর নির্বাচনে আর এগুনো হবে না সিদ্ধান্ত নিলে অথবা প্রার্থী নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হলে এ বিষয়ে প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থককে অবহিত করা হবে।

ঙ) নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। নির্বাচনের জন্য কমিটির বৈঠকে কমপক্ষে বারো জন সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে। তাঁরা সকলেই ভোটে অংশ নেবেন এবং একটি মাত্র ব্ল্যাক বলে (অর্থাৎ নিগেটিভ বা না সূচক ভোটে) নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে।

চ) (ঙ) উপ-ধারা মোতাবেক সভায় কোরাম না হলে এবং সদস্যরা ভোটে অংশ না নিলে কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত থাকবে। কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উল্লিখিত ধারা মোতাবেক কোরাম পূর্ণ হলে এবং সদস্যরা ভোটে অংশ নিলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ছ) কমিটি যে প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে, তাঁর ব্যাপারে কমিটির কোনো প্রস্তাব ছাড়া প্রার্থী ছ'টি পঞ্জিকা মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় মনোনয়ন লাভের যোগ্য হবেন না।

অনুচ্ছেদ ৯

কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর সদস্য পদের জন্য আবেদনপত্রে তাঁর দেয়া ঠিকানায় সম্পাদক তাঁকে জাতীয় প্রেস ক্লাব-এর স্মারক এবং পরিমেল বিধি পাঠাবেন এবং তাঁকে প্রবেশ ফি ও মাসিক চাঁদা প্রদানের জন্য অনুরোধ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১০

ক) নির্বাচনের তারিখ থেকে একটি পূর্ণ পঞ্জিকা মাসের মধ্যে উক্ত প্রবেশ ফি ও মাসিক চাঁদা

পরিশোধ করা না হলে কমিটি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করতে পারবে।

খ) এভাবে কোনো প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল হয়ে গেলে সেই প্রার্থী ছ'টি পূর্ণ পঞ্জিকা মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় মনোনীত হতে পারবেন না।

পদত্যাগ ও বরখাস্ত ঃ

অনুচ্ছেদ ১১

ক) কোনো স্থায়ী সদস্য, অস্থায়ী সদস্য, সহযোগী সদস্য অথবা প্রবাসী সদস্য যদি লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং কমিটি কর্তৃক তা গৃহীত হলে তিনি স্থায়ী সদস্য, অস্থায়ী সদস্য,সহযোগী সদস্য অথবা প্রবাসী সদস্য থাকবেন না। স্থায়ী সদস্য, অস্থায়ী সদস্য, সহযোগী সদস্য অথবা প্রবাসী সদস্যকে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হওয়ার দিন পর্যন্ত মাসিক চাঁদাসহ ক্লাবের কাছে তাঁর সকল বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে।

খ) কোনো স্থায়ী সদস্য সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করলে, কিংবা লাভজনক কোনো কাজে যোগদান করলে স্থায়ী সদস্য থাকতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট সদস্য লিখিতভাবে পদত্যাগ করুন অথবা না-ই করুন, নতুন পেশায় যোগদানের তারিখ থেকেই তাঁর পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ১২

ক) কোনো স্থায়ী সদস্য, অস্থায়ী সদস্য, সহযোগী সদস্য অথবা প্রবাসী সদস্য তাঁর মাসিক চাঁদা বাকি পড়ার পর তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ না করলে কমিটি তাঁর নাম রেজিস্টার থেকে কেটে দিতে পারেন এবং তিনি তখন থেকে আর স্থায়ী সদস্য, অস্থায়ী সদস্য, সহযোগী সদস্য অথবা প্রবাসী সদস্য থাকতে পারবেন না। কিন্তু রেজিস্টার থেকে তাঁর নাম কাটা যাবার সময় তাঁকে তার সকল বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

খ) বকেয়া পরিশোধ করেননি এমন কোনো সদস্য (স্থায়ী, অস্থায়ী, সহযোগী অথবা প্রবাসী) যদি তাঁর নাম রেজিস্টার থেকে কাটা যাওয়ার পরও পুনরায় সদস্য হতে চান, তাহলে তাঁকে আবার নতুন করে আবেদন করতে হবে। তবে তার আগে তাঁকে সকল বকেয়া অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

ক্লাবের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঃ

অনুচ্ছেদ ১৩

ক) কমিটি যদি ক্লাবের ভিতরে অথবা বাইরে কোনো সদস্যের আচরণে মনে করেন যে, তাঁর সদস্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তাহলে তাঁকে বহিষ্কার করা যেতে পারে, অথবা পদত্যাগের অনুরোধ করা যেতে পারে। অথবা বিষয়টি বিবেচনার জন্য আহুত বিশেষ বৈঠকে কমিটির নিম্ন নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কমিটির এ ধরনের বিশেষ বৈঠকে কোরামের জন্য বারো জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন এবং যে সদস্যের আচরণ সম্পর্কে কমিটি বিবেচনা করবেন, সেই সদস্যকে কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কমিটির কাছে তাঁর বক্তব্য ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে অথবা লিখিতভাবে পেশ করার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ দিতে হবে। কমিটির এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবহিত করতে হবে।

খ) এ রূপ বিশেষ বৈঠকে কোনো সদস্যের বহিষ্কার প্রস্তাব, বা পদত্যাগ সম্পর্কিত কোনো প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হতে হবে।

গ) এ রূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে ক্লাবের পরবর্তী সাধারণ সভায় এই প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়া কিংবা অন্য কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত সদস্য সাময়িকভাবে

বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন।

ঘ) উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি সাপেক্ষে কমিটি দোষী সদস্যকে অনধিক তিন মাস সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন।

ঙ) উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়ার সাথে সাথে তিনি ক্লাব সদস্যদের প্রাপ্য সকল সুযোগ সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪

ক্লাবের সমগ্র ও সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকবে, এই কমিটি একজন সভাপতি, একজন সিনিয়ার সহ-সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, দু'জন যুগ্ম সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং দশ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সদস্যদের সকলকেই ক্লাবের স্থায়ী সদস্য হতে হবে। প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ দু'জন সদস্য সংযোজন বা কো-অপ্ট করার ক্ষমতা কমিটির থাকবে। দু'জন যুগ্ম সম্পাদকের মধ্যে সিনিয়ারিটি নির্ধারিত হবে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে।

ক) ক্লাবের স্থায়ী সদস্যরা দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁদের মাঝ থেকে কর্মকর্তা, যেমন সভাপতি, একজন সিনিয়ার সহ-সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, দু'জন যুগ্ম সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং দশ জন সদস্য নির্বাচিত করবেন, তবে কোনো সদস্য একই কর্মকর্তা পদে পর পর দু'বারের বেশি নির্বাচিত হবেন না।

খ) কর্মকর্তাদের এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের কার্যকলাপের মধ্যে কোনো পদ শূন্য হলে সেই শূন্য পদ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে ঃ

১) পদত্যাগ, অসুস্থতা, মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে সভাপতির পদ যদি শূন্য হয়, এবং উক্ত শূন্যতার সময় যদি এক বছরের কম হয়, তাহলে ব্যবস্থাপনা কমিটির অবশিষ্ট কার্যকালের জন্য সিনিয়ার সহ-সভাপতি সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন।

২) কিন্তু সভাপতির পদটি যদি এক বছর কিংবা তারও বেশি সময়ের জন্য শূন্য থাকে, তাহলে উক্ত পদ শূন্য হওয়ার দিন থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে স্থায়ী সদস্যরা ব্যালটের মাধ্যমে ক্লাবের নতুন সভাপতি নির্বাচিত করবেন।

৩) অন্তর্বর্তীকালের জন্য সিনিয়ার সহ-সভাপতি সভাপতিরূপে কাজ করবেন।

৪) সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হওয়ার ক্ষেত্রেও ১, ২ ও ৩ উপধারায় বর্ণিত একই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

৫) অন্যান্য কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোনো পদ শূন্য হলে কমিটি সেই শূন্য পদটি সংযোজন বা কো-অপশনের দ্বারা পূরণ করতে পারবেন।

গ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিধি মোতাবেক একটি নির্বাচন কমিটি ক্লাবের কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

ঘ) নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঃ

১) প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীর নামসহ কমিটিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কর্মকর্তা ও সদস্য পদে নির্বাচন প্রার্থী, তাঁর প্রস্তাবক, সমর্থক এবং মনোনয়নে সম্মতিদানকারী তিন জনের নাম এই উদ্দেশ্যে তৈরি মনোনয়নপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

২) প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়নপত্রে লিখিতভাবে অথবা পত্র দ্বারা সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে মনোনয়নে তাঁর সম্মতির কথা জানাবেন।

৩) নির্বাচন কর্মসূচী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সদস্য সংগ্রহ বন্ধ হবে।

৪) নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক মাস আগে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নোটিশ বোর্ডে ভোটারদের তালিকা টাঙিয়ে দেবেন।

৫) মনোনয়নের পূর্ববর্তী মাসে সকল বাকি চাঁদা এবং অন্যান্য বকেয়া পরিশোধ করা না থাকলে কোনো প্রার্থীই কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন লাভের যোগ্য হতে পারবেন না।

ঙ) দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের চৌদ্দ দিন আগে (শুক্রবারসহ) রাত দশটায় মনোনয়ন-পত্র গ্রহণ শেষ হবে। দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সাত দিন আগে চেয়ারম্যান, নির্বাচন কমিটি বরাবরে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোনো প্রার্থী তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

চ) (১) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তিনদিন আগে মনোনয়নপত্রের যথাযথ বাছাইয়ের পর প্রার্থীদের নাম নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হবে।

(২) দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ছয়দিন আগে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করা হবে এবং নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হবে।

ছ) ক্লাবে মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় গ্রহণকারী সদস্য এই উদ্দেশ্যে রাখা একটি খাতায় তাঁর নাম সই করবেন।

জ) প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সকল নির্বাচনই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ভোট সমসংখ্যক হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের জন্য একই ভোট কক্ষে পুনরায় নতুন করে ব্যালট ভোটের ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয় বার এ ধরনের ব্যালট ভোটের প্রয়োজন হলে এবং সে ক্ষেত্রেও প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা সমান হলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁর নির্ণায়ক ভোট ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করবেন।

ঝ) কর্মকর্তা অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা গঠনতন্ত্রে বর্ণিত সংখ্যার সমান হলে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন কমিটি সেই প্রার্থী বা প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন। কোনো একটি কর্মকর্তা অথবা একটি সদস্য পদের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র দু'জন হলেও ব্যালটের মাধ্যমেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ঞ) সদস্যরা ব্যালটপত্র ইস্যুর সময় থেকে শুরু করে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যালটপত্র যথাযথভাবে চিহ্নিত করে এ জন্য রাখা ব্যালট বাক্সে তা জমা দেবেন। দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট গণনার জন্য কতিপয় নিরীক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং সভায় ভোট গণনার ফল ঘোষিত হবে।

ট) কমিটির কোনো প্রার্থীকে দেয়া একটি ভোট বাতিল হলে কমিটির অন্যান্য প্রার্থীকে দেয়া ভোটের ক্ষেত্রে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে না।

দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন কমিটি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থা সাপেক্ষে নির্বাচনের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সম্ভাব্য যে কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকারী বলে গণ্য হবে।

ড) কমিটি এবং কর্মকর্তা তাদের উত্তরাধিকারী দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

ঢ) কমিটির যে কোনো সদস্য/ কর্মকর্তা পদত্যাগ করতে চাইলে তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা অন্তত এক মাস আগে লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। তবে ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা কার্যকর বলে গণ্য হবে না।

ণ) কমিটির কোনো সদস্য কমিটির পর পর তিনটি সাধারণ বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে এবং তাঁর এই অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল বলে প্রমাণিত না হলে কমিটিতে তাঁর পদটি শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

সাধারণ সভা

অনুচ্ছেদ ১৫

প্রতি দুই পঞ্জিকা বর্ষে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সভা ছাড়াও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা নামে ক্লাবের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তিতে একে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা বলে উল্লেখ করতে হবে, এবং দুই দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়ের

ব্যবধান কোনোক্রমেই দুই পঞ্জিকা বর্ষের বেশি হবে না। কমিটির নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট সময় ও স্থানেই দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে, এ সভা কমিটির কার্যকালের মেয়াদের শেষ ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে হবে। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা তাঁদের কার্যকালের প্রথম পঞ্জিকা বর্ষের প্রারম্ভে কর্মভার গ্রহণ করবেন। দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া সকল সাধারণ সভা অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলে গণ্য হবে।

ক) কার্যকালের মেয়াদের সাধারণতঃ মাঝামাঝি নাগাদ অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১৬

ক) কমিটি উপযুক্ত মনে করলে অতিরিক্ত সাধারণ সভা ডাকতে পারেন অথবা মোট সদস্যের এক চতুর্থাংশের আবেদনক্রমে এক্সট্রা অর্ডিনারি সাধারণ সভা ডাকতে হবে।

খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব কেবল তদুদ্দেশ্যে আহুত সাধারণ সভায় তলবি সভার কার্যপদ্ধতির মতো একই কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী আনা যেতে পারে। এই অনাস্থা প্রস্তাব কেবল সেই সাধারণ সভায় উত্থাপন করা যাবে, যেখানে ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থেকে ভোট দেবেন এবং সে ক্ষেত্রে অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কার্যকর হবে।

সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

অনুচ্ছেদ ১৭

- অন্ততঃ একুশ দিন আগে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যেতে পারে, কিন্তু দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া ক্লাবের অন্য কোনো সাধারণ সভা আহ্বান করতে অন্তত চৌদ্দ দিন আগে লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, এবং যে তারিখে উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে, সেই তারিখের বিজ্ঞপ্তিকেই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে এবং সেই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময়ের উল্লেখ থাকবে এবং সভা কোনো বিশেষ কার্যোপলক্ষে আহুত হলে সেই কাজের সাধারণ প্রকৃতি এ সম্পর্কে উল্লিখিত পদ্ধতিতে উল্লেখ করতে হবে, অথবা ক্লাব কর্তৃক সাধারণ সভায় নির্ধারিত অপর কোনো পদ্ধতির উল্লেখ থাকলে তা অডিটরদের এবং অনুচ্ছেদ বা ধারার অধীনে অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ক্লাবের কাছ থেকে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের সকলকে ঐ একই পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

ক) অবশ্য ক্লাবের কোনো সভা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের কম সময়ের নোটিশে আহুত হলেও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা বলে আখ্যায়িত সভার ক্ষেত্রে তাতে যোগদান ও ভোট প্রদানের অধিকারী সকল সদস্য সম্মত হলে এবং অন্যান্য সভার ক্ষেত্রে উক্ত সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সম্মত হলে উক্ত সভাসমূহ সঠিকভাবে আহুত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ১৮

সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকারীকে দৈবাৎ ও ঘটনাক্রমে বিজ্ঞপ্তি দেয়া না হয়ে থাকলে, অথবা সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি সভার বিজ্ঞপ্তি না পেয়ে থাকলে, সেই কারণে সভার কার্যবিবরণী বাতিল বলে গণ্য হবে না।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

অনুচ্ছেদ ১৯

সমুদয় হিসাব-নিকাশ স্থিতিপত্র বা ব্যালান্স-শীট, কমিটির রিপোর্ট ও অডিটর রিপোর্ট, কমিটির সদস্যদের নির্বাচন অথবা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি এবং অডিটরদের নিয়োগ ও

অডিটরদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ছাড়া অতিরিক্ত সাধারণ সভায় এবং দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পন্ন সব কাজ বিশেষ কাজ বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ২০

কোনো সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে কোরাম না হলে সেই সাধারণ সভার কোনো কাজ সম্পন্ন করা যাবে না।

ক) মোট স্থায়ী সদস্যদের শতকরা পঁচিশ ভাগ সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হবে। কোনো সদস্যের মাসিক চাঁদা তিন মাসের বেশি বাকী পড়লে অথবা ক্লাবের কাছে তাঁর অন্যান্য বকেয়ার পরিমাণ পঁচিশ টাকার বেশি হলে তিনি কোনো সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না, অথবা কোরামে তাঁর উপস্থিতি গণ্য করা হবে না অথবা তিনি ভোট দিতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ২১

কোনো সাধারণ সভানুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হলে এবং সাধারণ সভা যদি সদস্যদের আহুত তলবি সভা হয়, তাহলে সে সভা ভেঙে যাবে, এবং অন্য সভা আরও তিরিশ মিনিটের জন্যে মুলতবি থাকবে এবং এ ধরনের মুলতবি সভায় প্রকৃত উপস্থিত সদস্যরা কোরাম গঠন করবেন।

সভা তারপর সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত নেবে যে, সে দিনের সভার কাজ শুরু করা হবে, না সভা সাত দিনের মধ্যে কোনো এক তারিখ পর্যন্ত পুনরায় মুলতবি হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ২২

ক্লাবের সভাপতি প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন, অবশ্য তিনি দ্বিবার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা করবেন না। সভায় সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতি কেউই উপস্থিত না থাকলে সভা স্থায়ী সদস্যদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবে। আরও শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার হবেন। তাঁর অপারগতায় নির্বাচন কমিটির যে কোনো সদস্য নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

অনুচ্ছেদ ২৩

সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত হাত তুলে নির্ধারিত হবে, যদি না ফলাফল ঘোষণার আগে অথবা সঙ্গে সঙ্গে দশ জন সদস্য ভোট নেয়ার দাবি তোলেন। দশ জন সদস্য যদি অনুরূপভাবে ভোট নেয়ার দাবি তোলেন, তাহলে সভার সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ব্যালটের মাধ্যমে তা নেয়া হবে। কিন্তু সভাপতি নির্বাচন, কিংবা সভা মুলতবি রাখার প্রশ্নে ভোটাভুটির দাবি করা হলে সঙ্গে সঙ্গে ভোট গ্রহণ করতে হবে। ভোট গ্রহণ পদ্ধতি সভাপতির ইচ্ছাধীনে নির্ধারিত হবে। কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বা হয়নি অথবা কোনো বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হয়েছে এই মর্মে সভাপতির ঘোষণা ক্লাবের কার্যবিবরণী বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হলে তা সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের পর্যাপ্ত প্রমাণ বলে গণ্য হবে ।

অনুচ্ছেদ ২৪

অনুচ্ছেদ ও উপ-বিধিসমূহে অন্য কোনো বিধান না থাকলে সভার সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সাধারণ সভায় সভাপতির থাকবে।

অনুচ্ছেদ ২৫

প্রত্যেক সদস্যই ক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি পাওয়া এবং সেই সভায় উপস্থিত থাকার অধিকারী। তবে এই অধিকার অনুচ্ছেদ ২০(ক) এর বিধানাবলীসাপেক্ষ। সেই সভায় ভোট দানের অধিকার কেবলমাত্র স্থায়ী সদস্যদেরই থাকবে। উপরি উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে ক্লাব সংক্রান্ত সব বিষয়ে প্রত্যেক সদস্য হাত তুলে ব্যালটে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি করে ভোট দিতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ২৬

ক্লাব বিষয়াদি সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে প্রক্সির ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ২৭

সাধারণ সভায় উত্থাপিত কোনো প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটিতে উভয় পক্ষের ভোট সংখ্যা সমান হলে সভাপতি তাঁর সাধারণ ভোট ছাড়াও অতিরিক্ত একটি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারবেন।

কমিটির ক্ষমতা ও কার্যবিধি

অনুচ্ছেদ ২৮

ক্লাবের সম্পত্তি, কার্যক্রম ও বিষয়াদি কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। সাধারণ সভায় ক্লাবের অনুচ্ছেদ দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এমন যে কোনো ক্ষমতার ব্যবহার করতে এবং এমন যে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে কমিটি ক্লাবের মতই সক্ষম বলে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২৯

কমিটি তার কার্যনির্বাহের উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসতে পারে, বৈঠক মুলতবি করতে পারে এবং তাদের বিবেচনামত বৈঠক অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে ও কার্যনির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম নির্ধারণ করতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে অন্যভাবে স্থিরীকৃত না হয়ে থাকলে সাত জন সদস্য কোরাম গঠন করবেন। কমিটিতে কোনো সদস্য পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও আপাততঃ কমিটির সদস্যবৃন্দ তাঁদের কার্যনির্বাহ করতে পারবেন। তবে সর্বদা এই শর্ত থাকে যে, সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে পাঁচ কিংবা পাঁচের কম হলে সমিতির অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুযায়ী উক্ত সদস্যবৃন্দ আপাততঃ তাঁদের সংস্থার শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবেন, কিংবা তদুদ্দেশ্যে ক্লাবের সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন, কিন্তু অপর কোনো উদ্দেশ্যে তা পারবেন না।

অনুচ্ছেদ ৩০

ক) সাধারণ সম্পাদক কমিটির সভাপতির পরামর্শক্রমে, অথবা সম্মতিক্রমে কিংবা যে কোনো তিনজন সদস্যের দাবিতে যে কোনো সময়ে কমিটির এক বিশেষ বৈঠক আহ্বান করতে পারবেন।

কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টার লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং উক্ত বৈঠকে প্রস্তাবিত কার্যনির্বাহের প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

খ) সাধারণ সম্পাদক কমিটির যে কোনো তিন জন সদস্যের দাবিতে কমিটির বৈঠক আহ্বান করবেন। বিশেষ করে সদস্যদের লিখিত দাবিতে উল্লিখিত কার্যনির্বাহের জন্য সাধারণ সম্পাদক এ রূপ বৈঠক আহ্বান করবেন।

অনুচ্ছেদ ৩১

কমিটির কোরামসম্পন্ন সভা অনুচ্ছেদ অথবা উপ-বিধিসমূহে বর্ণিত বা তদনুযায়ী সচরাচর কমিটির প্রযুক্ত সকল কিংবা যে কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও কার্যাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ৩২

কমিটি মাঝে মাঝে যে সাব-কমিটি নিয়োগ করে থাকে, সেই সাব-কমিটিকে সে তার যে কোনো ক্ষমতা এবং কার্যাধিকার দিতে পারবে এবং সঙ্গত মনে করলে কমিটির নিয়োগ বাতিল করতে পারবে। এভাবে গঠিত সাব-কমিটির উপর মাঝে মাঝে কমিটি যে সব নিয়ম-কানুন আরোপ করবে, সে সব নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সাব-কমিটি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৩

কমিটি ক্লাবের নামে ট্রাস্ট-তহবিল বিনিয়োগে এবং এই একই উদ্দেশ্য প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ সাময়িকভাবে আইনানুমোদিত যে কোনো সিকিউরিটিতে খাটাতে পারবেন, এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শর্তে ও জামানতে মাঝে মাঝে ক্লাবের জন্য সেই তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৪

অনুচ্ছেদ ও উপ-বিধিসমূহে বর্ণিত বিধানাবলী এবং সরল বিশ্বাসে কমিটি আইনগতভাবে কোনো ব্যবস্থা নিলে পরবর্তী সময়ে ক্লাবের কোনো সদস্য তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারবেন না বা কমিটিকে অভিযুক্ত করতে পারবেন না, বরং তা ক্লাবেরই এক গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হবে।

ক্লাব কর্মচারী

অনুচ্ছেদ ৩৫

কমিটি ক্লাবের অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন এবং বরখাস্ত করতে পারবেন।

উপ-বিধিসমূহ

অনুচ্ছেদ ৩৬

ক্লাবের উপ-বিধিসমূহ কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎ হবে এবং তা উপ-বিধিসমূহ প্রণয়নে বিশেষভাবে গঠিত সাব-কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং প্রণীত উপ-বিধিসমূহের কোনো অনুলিপি ক্লাবের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হলে প্রত্যেক সদস্যকেই তা দেয়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। তবে কোনো উপবিধির বৈধতা, প্রয়োগ, অথবা কার্যকারিতা থাকবে না, যদি তা পরিমেল বিধিতে কোনো সংযোজন বা পরিবর্তনের সামিল হয়। কেননা এরূপ সংযোজন ও পরিবর্তন আইনগতভাবে করা যেতে পারে একমাত্র সাধারণ সভাতেই।

অনুচ্ছেদ ৩৭

ক্লাবের উপ-বিধিসমূহের সর্বপ্রকার বৈধ রহিতকরণ, সংশোধন, পরিবর্তন অথবা সংযোজন ক্লাবের নোটিশ বোর্ডে সেঁটে দেয়া হবে এবং তারপর সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ক্লাবের অফিসে রক্ষিত উপ-বিধিসমূহের কপির সঙ্গে রাখা হবে।

সাধারণ সীলমোহর ঃ

অনুচ্ছেদ ৩৮

ক্লাবে একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং কমিটি সেটি নিরাপদ হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করবেন, এবং এই সীলমোহর কেবলমাত্র কমিটির পূর্ব অনুমতিক্রমে ও কমিটির দু'জন সদস্যের অথবা ক্লাবের একজন অফিসারের উপস্থিতিতে ব্যবহার করা যাবে, সদস্য দু'জন অথবা ক্লাবের একজন অফিসার সীলমোহর মারা হয়েছে এমন প্রতিটি দলিল বা কাগজে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রতিটি দলিলে বা কাগজপত্রে সম্পাদক অথবা কমিটির নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি অনুস্বাক্ষর করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

অনুচ্ছেদ ৩৯

কোনো সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যেতে পারে অথবা সদস্যের লিপিবদ্ধ ঠিকানায় ডাকমাশুল আগাম দেয়া পত্রে ডাকযোগে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৪০

কোনো সদস্যের কাছে ডাকযোগে এভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হলে ডাকে পাঠানোর তারিখের পরবর্তী তৃতীয় দিনে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে বলে ধরা হবে, এবং এভাবে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার ব্যবস্থা করার পর এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হবে যে বিজ্ঞপ্তি সংবলিত পত্রে সঠিক নাম ঠিকানা সঠিকভাবে লেখা হয়েছে, উপযুক্ত ডাকটিকিট সাঁটা হয়েছে এবং ডাকঘরের চিঠির বাক্সে ফেলা হয়েছে অথবা ডাকঘরে জমা দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৪১

সদস্যদের যাঁরা বাংলাদেশের মধ্যে তাদের লিপিবদ্ধ ঠিকানা দিয়েছেন, তাঁরাই কেবল সকল বিজ্ঞপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু যে সকল সদস্য বাংলাদেশের মধ্যে লিপিবদ্ধ কোনো ঠিকানা দেন নি, তাঁদের কাছে কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়েও তাঁরা বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন ধরে নিয়ে সকল কার্যক্রম গৃহীত হবে।

হিসাব-নিকাশ

অনুচ্ছেদ ৪২

ক) কমিটি ক্লাবের প্রাপ্ত ও ব্যয়কৃত সকল অর্থের প্রকৃত হিসাব রাখার ব্যবস্থা নেবে, এবং যে সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের প্রাপ্তি ও ব্যয় ঘটেছে এবং ক্লাব তার বা সকল সম্পত্তি, পরিসম্পদ, ঋণ এবং দায়দায়িত্ব ও মালামাল ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করবে কমিটি তার বিস্তারিত বিবরণ রাখবে। ক্লাবের যে বইয়ে হিসাব-নিকাশ সঠিকভাবে রাখা প্রয়োজন, সেই বইয়ে ক্লাবের হিসাব-নিকাশ সঠিকভাবে রাখা না হলে এবং তাতে ক্লাবের একটি প্রকৃত ও সুষ্ঠু চিত্র এবং তার লেনদেনের ব্যাখ্যাসহ পূর্ণ বিবরণ না থাকলে প্রকৃত হিসাব রাখা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।

খ) ক্লাবের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কোষাধ্যক্ষের থাকবে। এ শহরে যে সব ব্যাংকের স্থায়ী অফিস আছে, সে সব ব্যাংকে ক্লাব তার চলতি হিসাব রাখবে এবং কোন্ ব্যাংকে ক্লাবের হিসাব রাখা হবে, তা নির্ধারণ করবে ব্যবস্থাপনা কমিটি।

গ) উল্লিখিত চলতি হিসাব হবে ক্লাবের নামে এবং সকল চেক-এ সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ যুক্তভাবে স্বাক্ষর করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪৩

ক্লাবের অফিসে হিসাব বই রাখা হবে অথবা (আইনের ..... ধারা সাপেক্ষে) কমিটির নির্ধারিত কোনো স্থানে বা স্থানসমূহে রাখা হবে এবং কমিটির পরিদর্শনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময়ে তা খোলা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

আইন অনুযায়ী উল্লিখিত ধারাসমূহে বর্ণিত আয় ব্যয়ের হিসাব, ব্যালান্স শীট এবং রিপোর্ট কমিটি মাঝে মাঝে তৈরি করবে এবং সেই হিসাব-ব্যালান্স শীট ও রিপোর্ট ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৫

ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় অডিটরদের রিপোর্টসহ অডিটকৃত প্রতিটি ব্যালান্স শীটের একটি করে কপি সদস্যদের দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৬

অডিটরদের নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের কাজ নিয়ন্ত্রিত হবে ১৮৬০ সালের একবিংশতিতম এ্যাক্ট অনুযায়ী।

অনুচ্ছেদ ৪৭

দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় অর্থ বিবরণী বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নিরীক্ষিত ও

অনুমোদিত হলে এবং অনুমোদনের ৬ মাসের মধ্যে তাতে কোনো ভুলত্রুটি ধরা না পড়লে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ বিবরণীতে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তার সংশোধন করা হবে এবং তারপর সেটি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বিলুপ্তিকরণ

অনুচ্ছেদ ৪৮

ক্লাবের বিলুপ্তিকরণ বা ভেঙে দেয়ার ব্যাপারে পরিমেল স্মারকের ৫ম ধারার বিধানাবলী এই সব অনুচ্ছেদে পুনরায় একইভাবে উল্লিখিত হয়েছে বলে বিবেচিত এবং তা কার্যকর ও অনুসৃত হবে।

গঠনতন্ত্রের সংশোধন

অনুচ্ছেদ ৪৯

ক) গঠনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন করতে হলে দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের এক মাস আগে প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রচারের পর তা করতে হবে। গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনার জন্য ক্লাবের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য তলবি অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

খ) এরূপ সংশোধনী প্রস্তাব ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ অথবা ক্লাবের সাধারণ সভায় উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুয়ের মধ্যে যেটি কম, সেই ভোটে গৃহীত হতে হবে।

ক্লাবের অবলুপ্তি ঘটলে সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত

অনুচ্ছেদ ৫০

ক্লাব অবলুপ্ত হওয়া বা ভেঙে যাওয়ার পর ক্লাবের সকল ও সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব পরিশোধ করেও যদি কোনো সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে বিলিবন্টন করা হবে না, বরং তা ক্লাব বিলুপ্ত বা ভেঙে যাওয়ার সময় বা তার আগে ক্লাব সদস্যবর্গ কর্তৃক নির্ধারিত একই লক্ষ্য ও আদর্শে গঠিত প্রতিষ্ঠানের বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ক্লাবের সদস্যরা তা নির্ধারণ করতে সক্ষম না হলে সে ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে এখতিয়ার সম্পন্ন বা এখতিয়ার প্রাপ্ত আদালত কর্তৃক তা নির্ধারিত হবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবর্গ, অডিটরগণ, সম্পাদকগণ, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ কার্যনির্বাহে বা কর্তব্য পালনে যে ক্ষয়ক্ষতি, লোকসান ও খরচের সম্মুখীন হবেন বা হতে পারেন ক্লাব তাদের সেই ক্ষয়ক্ষতি, লোকসান ও খরচ মেটাবে। তবে তাদের নিজ ভুলত্রুটির জন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি লোকসান ও খরচ খরচা হলে ক্লাব তার জন্য দায়ী হবে না।

সংযোজনী ১

পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব এর পরিমেল স্মারক
(১৯৭০ সালের একবিংশ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত সমিতি)

১। এ সমিতির নাম 'জাতীয় প্রেস ক্লাব' (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব)।

২। এ ক্লাবের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ঢাকা নগরীতে অবস্থিত হবে।

৩। এ ক্লাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

ক) সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক রুচির উন্নয়ন ও চর্চা এবং তাদের সাহিত্য ও শিল্প প্রতিভার বিকাশ ও উন্নয়নে সাহায্য করা।

খ) সুস্থ সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের উন্নয়ন ও ঐতিহ্য গড়ে তোলা;

গ) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সভা সমাবেশ, সিম্পোজিয়া, ক্রীড়া ও খেলাধুলার আয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তৎপরতায় সাংবাদিকদের সুবিধা বিধান করা;

ঘ) সাংবাদিকদের নিজস্ব রচনা প্রকাশের সুবিধা করে দেয়া এবং তা বিক্রয় ও বন্টনে সহায়তা করা;

ঙ) উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহিত করতে সাংবাদিকদের বৃত্তি দেয়া এবং পুরস্কৃত করা ;

চ) দেশে ও বিদেশে সাংবাদিকদের সফরের আয়োজন করা এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সমঝোতার উন্নয়নে বিদেশী সাংবাদিকদের এ দেশ সফরে আমন্ত্রণ করা;

ছ) ক্লাবের লক্ষ্য অর্জনে নিজস্ব ছাপাখানা, সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করা, পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করা, এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা;

জ) ক্লাবের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য দান, চাঁদা ও ফিস সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করা এবং অর্থ ইমারত ও অন্যান্য সম্পত্তি অনুদান হিসেবে গ্রহণ করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নেয়া;

ঝ) ক্লাবের প্রয়োজন কিংবা ক্লাবের সুষ্ঠু পরিচালনায় ব্যবহার হতে পারে এমন সব জিনিসপত্র– যেমনঃ আসবাবপত্র, ইউটেনসিল, বাসন, গ্লাস, লিনেন, বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, মনি-হারী দ্রব্য, তাস, ক্রীড়া ও খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ক্রয় করা, ভাড়া করা, তৈরি করানো অথবা ব্যবস্থা করা, ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঞ) ক্লাবের সদস্যবর্গ কিংবা তাঁদের অতিথিদের প্রয়োজনীয় অথবা ব্যবহার্য খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত, তৈরি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন করা,

ট) ক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে কিংবা ক্লাবের যে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হতে পারে এমন যে কোনো জমি, ইমারত, কৃষি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা তার ব্যবহারিক অধিকার ক্রয় করা, ইজারা নেয়া বা বিনিময় স্বরূপ গ্রহণ বা অন্য কোনোভাবে অধিগ্রহণ করা এবং তা বিক্রি করা, পাট্টা-বন্ধক দেয়া, বিনিময় কিংবা বিলি বন্দোবস্ত করা;

ঠ) ঋণ গ্রহণ, অর্থ আদায় বা পরিশোধিতব্য অর্থ সংগ্রহ এবং এতদুদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সমিতির বর্তমানে লব্ধ কিংবা পরবর্তীকালে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি ও অধিকার বা তার কোনো অংশ বন্ধক অথবা আমানত রাখা এবং স্থায়ী ঋণপত্রসমূহ বা ঋণপত্র, স্টক, মুচলেকা বা অন্যান্য দায়দায়িত্ব, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় বিল, প্রমিসারি নোট বা অঙ্গীকারপত্র অথবা অন্যান্য নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট বা বিনিময়যোগ্য দলিল তৈরি, ইস্যু, প্রস্তুত করা, রচনা করা, গ্রহণ করা ও আলোচনা করা;

ড) সমিতিসমূহ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা করা কিংবা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা এবং কর্মচারীদের বা প্রাক্তন কর্মচারীদের অথবা এ ধরনের লোকজনের উপকার হবে এমন সব সুবিধা দেয়া এবং তাদের পেনশন দেয়া, ভাতা দেয়া, বীমার জন্য অর্থ দেয়া এবং কোনো দাতব্য অথবা জনহিতৈষণামূলক কাজে, অথবা সাধারণ প্রদর্শনী কিংবা কল্যাণের কাজে চাঁদা দেয়া অথবা স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান করা;

ঢ) ক্লাবের সম্পত্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী অনুযায়ী ক্লাব সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করা, তবে ক্লাবের সম্পত্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী কোনো অবস্থাতেই ক্লাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হবে না;

ণ) ক্লাবের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হতে পারে এমন অন্যান্য সব কাজকর্ম করা এবং সদস্যদের কোনো লভ্যাংশ বা বোনাস না দিয়ে ক্লাবের আয় থেকে মাঝে মাঝে উক্ত তহবিলে অথবা তহবিলগুলোয় চাঁদা দেয়া;

ত) ক্লাবের একটি প্রতীক চিহ্ন থাকবে, একটি পতাকা থাকবে এবং তা আমাদের পেশাগত সর্বজনীনতা ও জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে;

৪) শুধুমাত্র ক্লাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়া বা অর্জনের জন্যই ক্লাবের আয় কাজে লাগানো যাবে এবং ক্লাবের আয়ের কোনো অংশ, লভ্যাংশ, বোনাস, মুনাফা কিংবা অন্য কোনো প্রকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্লাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীত অথবা পরিপন্থী কোনো কারণে ব্যবহার, প্রদান অথবা বন্টন করা যাবে না।

৫) ক্লাব বিলুপ্তির সময়ে অথবা তারপর এক বছরের মধ্যে ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য তাঁর সদস্য পদে থাকা কালে ক্লাব বিলুপ্তির ব্যয়, দাবি ও খরচের আগেকার চুক্তিবদ্ধ ঋণ ও দায় পরিশোধের জন্য এবং চাঁদা প্রদানকারীদের নিজেদের মধ্যে অধিকার সমন্বয়ের জন্য ক্লাবের সম্পদ গঠনে অবদান রাখবেন, সেই অর্থের প্রয়োজন হলে তা পাঁচ টাকার অতিরিক্ত হবে না।

৬) ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নাম পরিচয় ও ঠিকানা ঃ

নাম	পদবী	পরিচয় ও ঠিকানা
১। জনাব এ. এম. এ আজিম	সভাপতি	ম্যানেজিং এডিটর, এপিপি
২। জনাব এস. নূরুদ্দীন	সহ-সভাপতি	বার্তা সম্পাদক, সংবাদ
৩। জনাব আবদুল মতিন	সম্পাদক	সম্পাদক, ইউ.পি.পি
৪। জনাব হাসানউজ্জামান খান	যুগ্ম সম্পাদক	পাকিস্তান অবজারভার
৫। জনাব মোহাঃ মোদাব্বের	কোষাধ্যক্ষ	সম্পাদক, অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান
৬। জনাব এস.জি.এম বদরুদ্দীন	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	আবাসিক সম্পাদক, মর্নিং নিউজ
৭। জনাব সালাহুদ্দীন মোহাম্মদ	ঐ	সহ-সম্পাদক, পাকিস্তান অবজারভার
৮। জনাব এ. কে. এম আবদুল কাদের	ঐ	সম্পাদক, নতুন খবর
৯। জনাব এম. আর. আখতার	ঐ	স্টাফ রিপোর্টার, ইত্তেফাক
১০। জনাব এস. এস. আখতার	ঐ	চীফ রিপোর্টার, মর্নিং নিউজ
১১। জনাব এস. আরশাদ হোসেন	ঐ	রিপোর্টার, মর্নিং নিউজ।

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ 'পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব' ওরফে 'ইপিপিসি' নামে এই স্মারক পরিমেল অনুযায়ী সমিতি গঠনের অভিলাষী।

নাম	পদবী	পরিচয় ও ঠিকানা
১। জনাব এ. এম. এ আজিম	সভাপতি	ম্যানেজিং এডিটর, এপিপি
২। জনাব এস. নূরুদ্দীন	সহ-সভাপতি	বার্তা সম্পাদক, সংবাদ
৩। জনাব আবদুল মতিন	সম্পাদক	সম্পাদক, ইউ.পি.পি
৪। জনাব হাসানউজ্জামান খান	যুগ্ম সম্পাদক	পাকিস্তান অবজারভার
৫। জনাব মোহাঃ মোদাব্বের	কোষাধ্যক্ষ	সম্পাদক, অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান
৬। জনাব এস.জি.এম বদরুদ্দীন	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	আবাসিক সম্পাদক, মর্নিং নিউজ
৭। জনাব সালাহুদ্দীন মোহাম্মদ	সদস্য	সহ-সম্পাদক, পাকিস্তান অবজারভার
৮। জনাব এ. কে. এম আবদুল কাদের	ঐ	সম্পাদক, নতুন খবর
৯। জনাব এম. আর. আখতার	ঐ	স্টাফ রিপোর্টার, ইত্তেফাক
১০। জনাব এস. এস. আখতার	ঐ	চীফ রিপোর্টার, মর্নিং নিউজ
১১। জনাব এস. আরশাদ হোসেন	ঐ	রিপোর্টার, মর্নিং নিউজ।